তখন থেকেই আমি মা হয়ে মেয়ের কাছ হতে সঞ্চয় করাটা শিখেছি। আর আমার মধ্যেও নতুন অভ্যাস গড়ে দিয়েছে আমার মেয়ে। আমি এবার আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম শেষে চাল দিয়ে কি হয়? জয়া বলে প্রতি মাসে ঐ পাত্রে তিন কেজি চাল হয়। আর জয়িতা ঐ চাল পাশের ঘরের দিদিকে দেয় আর ঐ দিদি তার বিনিময়ে আমার ক্রেডিটের বইটিতে টাকা জমা দেন। ঐ দিদি আবার সমবায়ের অফিসে কাজ করেন। আমি তো চাকুরীর সুবাদে কোথাও যেতে পারি না। যেতে মনও আর চায় না। ভালোও লাগে না। এই বইটি হয়েছে আমার মেয়ের তাগিদে। আমি বললাম তার মানে? জয়া এবার আরও জোরে উৎফুল্ল হয়ে বলতে লাগল– তবে তুই শোন আমার মনের সব কথা। আমার জয়িতা যখন প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা করে তখন থেকেই তার সঞ্চয়ী মনোভাব। স্কুলে যাওয়ার পথে দোকান থেকে নানা রকমের জিনিষ কিনে নিয়ে যেত। যেমন: খাতা, পেন্সিল, রাবার, কলম, মাঝে মাঝে বকুল ফুলের মালা, রজনীগন্ধার স্টিক , লাল গোলাপ, আরও অনেক টিফিনের নাস্তা, যার জন্য ছেলেমেয়েদের আর টিফিনের জন্য বাইরে যেতে হত না। স্কুলের দিদিরা জয়িতাকে অনেক আদর করত ভালবাসত। মাঝে মাঝে দিদিরাও জয়িতার কাছ থেকে নানা জিনিষ কিনে নিত। টিফিনের ঘন্টা বাজলেই রুমের কোন হতে কাগজের ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ত বকুল তলায় সেই খেলার মাঠের কোনে। বকুল তলায় বসেই তার ছোট হাতের স্পর্শে বিক্রি হয়ে যেত তার সব কটা জিনিষ। তার যদি কোন দিন বাকী রয়ে যেত তা সুমন কাকাকে (দোকানদার) ফিরিয়ে দিয়ে আসত। সুমন কাকার মেয়ে জয়িতার সমবয়সী ছিল।

সে এক করুন কাহিনী– কলেরা হয়ে মা মেয়ে দ'জনেই মারা যায়। সুমন আর বিয়ে করেনি। এখন সে জয়িতাকেই নিজের মেয়ের মত ভালবাসে। একদিন পাশের ঘরের দিদি আমাকে সমবায়ের অনেক কথা শুনাল, বই করার জন্য উৎসাহিত করল। কিন্তু আমি রাজি হয়নি। আমি বললাম দিদি আমার নুন আনতে পান্তা ফুরায়, ঘর ভাড়া খাওয়া পড়া হয়ে টাকা বাঁচলে তো আমার সঞ্চয়? কি হবে আমার সঞ্চয় দিয়ে? যাকে সঞ্চয় করে, ভালবেসে স্বামীর ঘরে এসেছিলাম সে সঞ্চয়ই আমার ভাগ্যে জুটলো না। দিদি আমাকে বিধাতার ইচ্ছার কথা অনেক বুঝালেন। ইতিমধ্যে জয়িতা স্কুল থেকে ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল ঐ দিদি আমাকে কি বললেন। সব কথা শুনে জয়িতা ঘরে ঢুকে একটি পলি ব্যাগ আমাকে দিয়ে বলল- মা তুমি রাজি হয়ে যাও। এই ব্যাগে ৩০০/= (তিন শত) টাকা আছে। আমি পলিব্যাগটা বুকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম। আমার কান্না দেখে জয়িতা ভয় পেয়ে গেল। বলল তার বেঁচা কেনার সব কথা সব গল্প কাহিনী।

আমার আরও জানার ইচ্ছা, আরও কৌতুহলী হয়ে বললাম, তারপর?

তারপর ঐ ৩০০/= টাকা দিয়ে শুরু হয় আমার সমবায়ের যাত্রা। শুধু চাল নয় বাজার করে আসার পর দু'একটা করে সব কিছু থেকে আলাদা করে রাখে যেন শেষে ধার করতে না হয়। জয়িতার সামনে নাই বা শেষ বলা চলবে না। এই ফাঁকে আমি ক্রেডিটের উপকারিতা সম্মন্ধে জানতে চাইলে জয়া বলে উপকারিতা তুই কি বলিস পুসু। ক্রেডিট আমার একমাত্র সম্বল, যা আমাকে বাঁচতে ও আমার মেয়েকে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়েছে। তার মানে? তার মানে আমার ঘরে যা কিছু আছে তা সবই লোনের টাকা দিয়ে। আমি নিয়মিত লোন নিয়ে সময় মত তা পরিশোধ করেছি। সব চেয়ে বড় কথা ক্রেডিটের লোন নিয়ে আমি এক চিলতে জমিও ক্রয় করেছি। বর্তমান লোনটি শেষ করে পরবর্তী লোন নিয়ে ঘরের কাজে হাত দিব বলে আশা করি। যদি ঈশ্বর আমার সহায় থাকেন।

আমি বললাম তোর মেয়ের সব কথা শুনে আমি তো আরও অবাক হয়ে গেলাম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি প্রতিটি ঘরে ঘরে যেন শত শত জয়িতার জন্মদেন। আর তোর এই জয়িতা যেন আরও গুনে গুনান্বিত হয়ে তোর মুখ উজ্জ্বল করে তোলে। এমন সময় জয়িতা বলে উঠে আমি আমার সহপাঠিদের বলি চলো না আমরা ছোট ছোট সঞ্চয় করি ও একসাথে বেড়ে উঠি।

রাতের খাবার শেষে আলাপচারিতার ফাঁকে কখন যে ক্লান্ত শরীর নিদ্রা দেবীর কোলে ঢলে পরেছে তা আর বুঝতে পারি নাই। ভোরে মন্দিরের ঘন্টাটাই আমার ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছে। চোখ মেলে দেখি বাইরে এখন অন্ধকার, ঘরে মিটমিট আলো জ্বলছে। কাঁথার ফাঁকে দেখি ঘরের ছোট বেদীর পাশে মা মেয়ে দাড়িয়ে বিরবির করে প্রার্থনা করছে। প্রার্থনা শেষে মা মেয়ে যীশু মারিয়া যোসেফের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে জয়িতা বসল পড়ার টেবিলে। আর মা চলে গেল রান্নার কাজে। শুয়ে শুয়ে ভাবী এত সুন্দর অভ্যাস। আর এত গভীর বিশ্বাস মা মেয়ের। তাই তো জ্ঞানী জনে বলে অভ্যাস মানুষের দাস। চেষ্টা আর গভীর বিশ্বাসই পারে মানুষকে চরম শিখরে পৌছে দিতে। এসব কথা আমি সত্যিই সেদিন ভাবতে ছিলাম। এমন সময় জয়া এসে বলে গুড মর্নিং পুসু, ভাল ঘুম হয়েছে তো, উঠ, নাস্তা সেরে আবার ডিউটিতে যেতে হবে রে। মেয়ের ও স্কুলের সময় হয়ে গেছে, তাই চল এক সাথে বেড়িয়ে যাই। যাবার পথে জয়িতাকে স্কুলের গেটে নামিয়ে দিয়ে রিক্সা সোজা চলে গেল হাসপাতালের গেটে।